পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকের সমস্যা-সম্ভাবনা ও করণীয় পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশের প্রান্তিক খেটে খাওয়া অসংখ্য মানুষ বেছে নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের শ্রমমুখী অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড। যার মধ্যে একটি হচ্ছে গৃহশ্রম। কোনো ধরনের লিখিত চুক্তি ব্যতীত কেবল সামান্য অর্থের বিনিময়ে যারা গৃহকর্মে নিয়োজিত হন তারাই গৃহশ্রমিক। পৃথিবী থেকে দাস প্রথার আনুষ্ঠানিক তথা আইনগত বিলোপ ঘটলেও বর্তমানে গৃহশ্রমিকদের আধুনিক সমাজের দাস মনে করা হয়। এরা প্রতিনিয়ত শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়।

গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করাই এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এসব তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে ঢাকা শহরের পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকরা ঠিক কী কারণে এই কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদের কর্মক্ষেত্রে কী কী সমস্যায় পড়তে হয় এবং কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকগুলো কী তা চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিশেষে গৃহশ্রমিকদের সমস্যা নিরসনে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে সুপারিশমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভূমিকা

বিশ্বায়নের যুগে দারিদ্র্য যেকোনো দেশ ও জাতির উন্নয়নে বড়ো চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্যের কারণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আজ ঘরের বাইরে এসে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে বেশিরভাগ নারীশ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমে নিয়োজিত হয়েছে (রায়, ২০১০:১৯৮)। তাহলে প্রশ্ন আসে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত কী? সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' অর্থ এইরূপ বেসরকারি খাত, যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন বিধিবিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত (শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬)। সাধারণত

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যেমন, মজুরি শ্রমিক, স্বনিয়োজিত শ্রমিক ও পারিশ্রমিক ছাড়া পারিবারিক শ্রমিক। বর্তমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত একটি বাস্তবতা। এ বাস্তবতার সমস্যা অনেক; যেমন :

কাজ পাওয়ার প্রক্রিয়া	:	দালাল বা আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে ও পারিবারিক পরিচয়ে প্রবেশ করতে হয়;
চুক্তির ধরন	:	লিখিত কোনো চুক্তি থাকে না, চুক্তি হয় মৌখিক;
চাকরির বিবরণ	:	অনানুষ্ঠানিক। কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি;
বয়স ও আয়	:	বয়স অনুযায়ী আয় কম-বেশি হয়;
কর্মঘণ্টা	:	প্রায়ই ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়;
মজুরি	:	অসন্তোষজনক। মজুরিবৈষম্য বিদ্যমান। প্রায়ই ওভারটাইমের মজুরি দেওয়া হয় না। এসব সমস্যায় প্রতিবাদও করা যায় না।

এ খাতে (অপ্রাতিষ্ঠানিক) নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই, সাময়িক ছুটি নেই, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই। মালিকরা গৃহশ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে মেনে নিতে চান না। শ্রমিকের অধিকার উপেক্ষিত। তবু, এ খাতেই দেশ এগোচ্ছে, ভবিষ্যতেও এগোবে, শুধু সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ ঐকমত্য প্রয়োজন (খান, ২০১০:১৯৩)। গৃহশ্রম অন্যতম অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। গৃহশ্রম বা গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ড মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণত পরিবারের নারী সদস্যরা এই দায়িত্বটি পালন করলেও তাদের সহায়ক হিসেবে যুক্ত হয় পরিবারের বাইরের কেউ, যাদের আমরা কাজের লোক বা বুয়া বলি। প্রচলিত ধ্যানধারণায় গৃহস্থালি কর্মকাণ্ড নারীর কাজ বলে বিবেচিত হওয়ায় সাধারণত এই পেশায় নিয়োজিত হতে দেখা যায় শিশু-কিশোরী, মধ্যবয়সি, প্রৌঢ়সহ প্রায় সকল বয়সের নারীদের (সুমী ও রেখা, ২০১০:১৬৫)। তার প্রধান কারণ পুরুষশাসিত প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। আমাদের সমাজব্যবস্থায় ধরেই নেওয়া হয় যে, নারীরা ঘরে থাকবে, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করবে এবং ঘরের বিভিন্ন কাজ তদারক করবে (সরকার, ২০১০:৪৭) এবং এ সকল কাজে নারীকে যে মানুষটি সহযোগিতা করবে তাকেও অবশ্যই নারী হতে হবে। এই ধারণা থেকেই সাধারণত গৃহশ্রমিক হিসেবে নারীকেই বিবেচনা করা হয়। ফলে যারা গৃহশ্রমিক নিয়োগ দেন, তাদেরও মাথায় থাকে এ কাজের জন্য একজন নারীকেই রাখতে হবে। কাজ করতে এসে প্রথমেই তাদের একটি নতুন পরিচয়ের সামনে পড়তে হয়, তা হলো 'কাজের মেয়ে'। একটু বয়স্ক হলে তা হয় 'কাজের বুয়া'। তাদের যে একটা নাম আছে সেটাই ভুলিয়ে দেওয়া হয় 'ছোকরি', 'ছেমরি', 'পিচ্চি' বা 'খালা', 'বুয়া' ইত্যাদি ডেকে।

মৌখিক চুক্তিতে, স্বল্প মজুরিতে এবং স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে গৃহকর্মে নিয়োগকৃত এসব নারীকর্মী ও মেয়েশিশুই গৃহশ্রমিক। গৃহশ্রমিককে কর্মস্থলে কাজের সময়ের ভিত্তিতে দুইভাগে ভাগ করা যায়– ১. খণ্ডকালীন গৃহশ্রমিক ও ২. পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিক। যে সব গৃহশ্রমিক প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসে মালিকের গৃহে নির্দিষ্ট কাজ করে কাজ শেষে তার নিজগৃহে প্রত্যাগমন করে তারা খণ্ডকালীন গৃহশ্রমিক; অন্যদিকে যে সব গৃহশ্রমিক মালিকের বাসায় স্থায়ীভাবে থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করে, তারা পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিক।

বহু পূর্বে পৃথিবী থেকে দাসপ্রথার আনুষ্ঠানিক তথা আইনগত বিলোপ ঘটলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে আমাদের সমাজে এখনো দাস রয়ে গেছে। আমরা অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রথাটিকে লালন করে চলেছি। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দাস বা ভৃত্যের স্থলে পরিচারক বা পরিচারিকা শব্দটি যোগ হয়েছে। আধুনিক সমাজের সভ্য মানুষ দাসদের মর্যাদার বিষয়টিকে বিবেচনা করে তাদের নামকরণ করেছে গৃহশ্রমিক। নামকরণ যাই হোক না কেন আজো তাদের কাজের ধরন বা তাদের সামাজিক ও পেশাগত অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি (বিশ্বাস, ২০১০:১৫৩)। তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য খাতের মতোই গৃহশ্রমিকদের অনেক বেশি বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হতে হয়, যা অর্থনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে (রায়, ২০১০:১৯৮)। এ খাতে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি প্রদান, অস্থিতিশীল আয়, অনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, নারী শ্রমিকদের প্রতি মজুরিবৈষম্য, ছুটি ও প্রচলিত সুবিধাদি প্রদানের বিধান না থাকার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের শ্রম শোষণের শিকার হতে হয়। যার ফলে এ খাতের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে যায়।

শৈশব নামের একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপ অনুযায়ী ঢাকায় ৩ লাখ গৃহশ্রমিক রয়েছে, যাদের মধ্যে ৮০ ভাগই নারী (সরকার, ২০১০:৪৭)। এদের অধিকাংশই বসবাস করে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন বস্তিতে। এদের অধিকাংশেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই, অধিকাংশই অক্ষরজ্ঞানহীন। সমাজে এদের কাজেরও কোনো স্বীকৃতি নেই, এমনকি দেশের প্রচলিত আইনের কোথাও শ্রমিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। কাজের স্বীকৃতি না থাকার পাশাপাশি গৃহশ্রমিকদের দাবি বা তাদের প্রতি সংঘটিত নির্যাতনের কথা বলার কোনো সংগঠিত ফোরাম নেই। সর্বোপরি গৃহশ্রমিকরা নিজেরাও সেইভাবে সংগঠিত নয়। ফলে তারা নিজেদের সুরক্ষা করতে নিজেদের উদ্যোগে কোনো ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। যার কারণে গৃহশ্রমিকরা প্রতিনিয়তই শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন, সামাজিক বঞ্চনা ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে (দে ও অন্যান্য, ২০১১)।

বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক নিয়ে সীমিত পরিসরে কিছু সমীক্ষা হয়েছে। যতদূর খোঁজ করা গেছে, হোসাইন (২০০৭) গৃহশ্রমিকদের শ্রমশক্তি বিষয়ে; বিশ্বাস (২০১০) গৃহশ্রমিকের নিয়োগ, সামাজিক সুরক্ষা ও গৃহশ্রমিকদের নীতিমালা নিয়ে; সুমী ও রেখা (২০১০) গৃহশ্রমিকদের নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা নিয়ে; উদ্দীন ও অন্যান্য ঢাকা শহরের গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার (২০১১), গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা (২০১২) এবং ঢাকা শহরের খণ্ডকালীন গৃহশ্রমিকদের সমস্যা ও সম্ভাবনা (২০১২) নিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণা করেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে যে সব উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

১. গবেষণা এলাকার পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের ঢাকায় আসার কারণ অনুসন্ধান;
২. জনমিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
৩. তাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ;
৪. তাদের কাজ সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটন;

৫. এ কাজের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে দিকনির্দেশনা প্রদান।

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মূলত প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রশ্নমালা জরিপ ও সাক্ষাৎকার পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ২০১১ সালে ঢাকা মহানগরীতে সার্বক্ষণিকভাবে কর্মরত ১০২ জন গৃহশ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরের ৯০টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি থেকে কমপক্ষে একজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে প্রাপ্ত ফলাফলকে শতকরা হারে সারণির মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। এছাড়া, মাধ্যমিক উৎস থেকেও গবেষণা-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকাশিত জার্নাল ও বেসরকারি রিপোর্ট অন্যতম। গবেষণাকর্মটিকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য কেসস্টাডি করা হয়েছে। এছাড়াও, আর্কজিআইএস ৯.২ ভার্সনের মাধ্যমে গবেষণা এলাকার অবস্থানিক মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে (মানচিত্র ১)।

সমীক্ষা এলাকা

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রাচীন বাংলার রাজধানী হিসেবে গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও রাজমহলের পরেই ঢাকার স্থান। সুবেহ বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা মুর্শিদাবাদ ও কোলকাতার চেয়েও প্রাচীনতম। রাজধানী হিসেবে ঢাকা ১৬০৮ (মতান্তরে ১৬১০) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ, যা ২০০০ সালে এসে ৯৯ লক্ষে উন্নীত হয় (বিবিএস, ২০০৩)। এর আয়তন ৬২ বর্গমাইল (খোদা, ২০০৫:৬৫)। অক্ষাংশীয় অবস্থানের দিক থেকে ঢাকা শহর ২৩°৪১ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩°৫৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০°২৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত (সায়কা, ২০০৯:১৬)। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে গবেষণা এলাকাটি বাংলাদেশের প্রায় মাঝামাঝি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পশ্চিমে তুরাগ, পূর্বে বালু নদী এবং উত্তরে টঙ্গী খাল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। গবেষণার জন্য ঢাকাকে নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে, ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং দেশের প্রধান ও জনবহুল নগর। এখানে বাংলাদেশের অন্যান্য নগরের তুলনায় বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বসবাস করে এবং ঢাকা শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মকাণ্ডের বিচিত্রতা ও সুযোগ-সুবিধা বেশি।

সমীক্ষার আওতা অনুধাবন সহজতর করবার জন্য পরের পৃষ্ঠায় গবেষণা এলাকার অবস্থানিক মানচিত্র দেওয়া হলো :

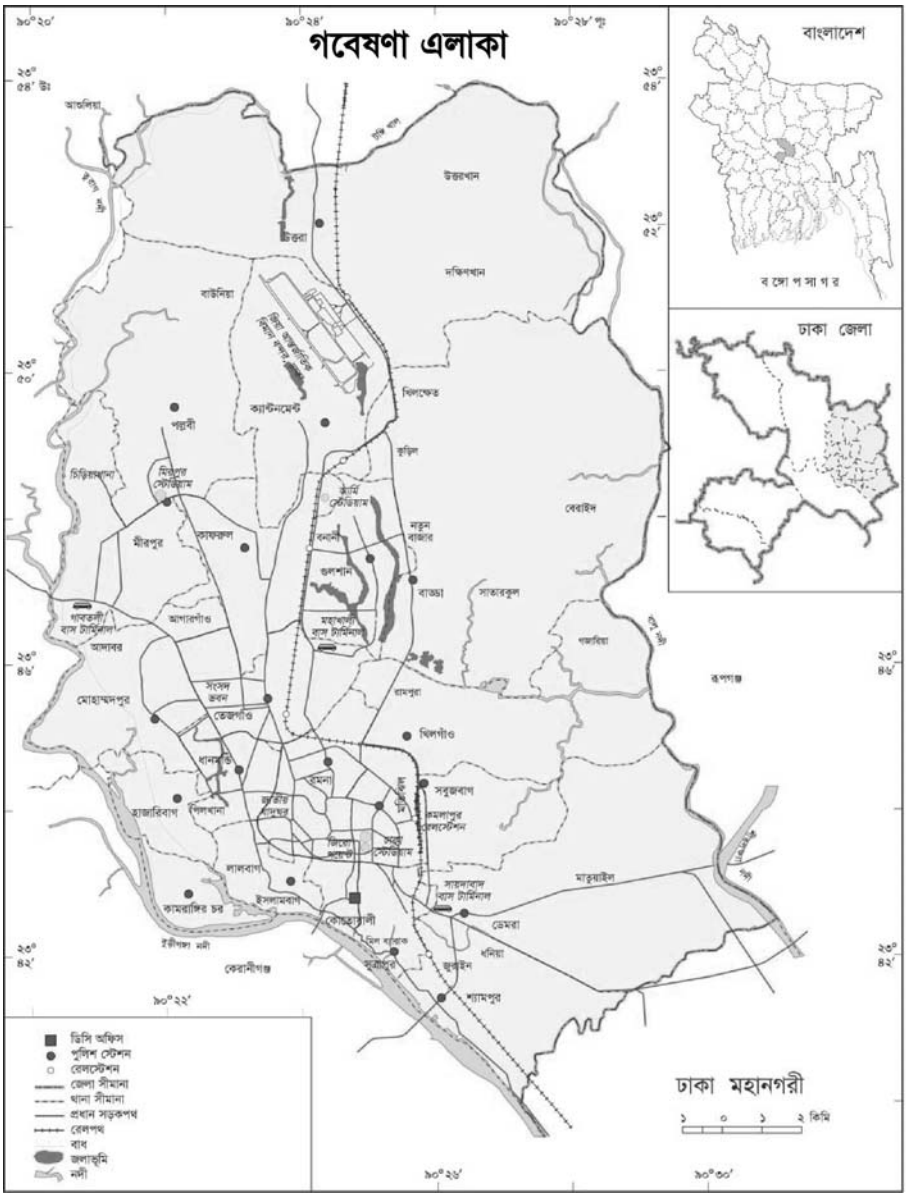

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এ গবেষণাকার্যটি পরিচালিত হয়। মূলত গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, সবচেয়ে জনবহুল নগর, দেশের বহু সংখ্যক দরিদ্র মানুষ এ শহরে বসবাস করে এবং এখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশি, তাই গবেষণার জন্য ঢাকাকে নির্বাচন করা হয়। প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হলো–

সারণি ১ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের ঢাকায় আসার কারণ এবং ঢাকায় স্থায়িত্বের বিন্যাস**

ঢাকায় আসার কারণ	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	ঢাকায় অবস্থানের সময়সীমা (বছর)	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
কাজের খোঁজ করা	৭০	৬৮.৬৩	১-এর কম	২৫	২৪.৫১
স্বামীর ঢাকায় আসা	৫	৪.৯০	১-৫	৫১	৫০.০০
পরিবারের সবার			৬-১০	২৩	২২.৫৪
ঢাকায় আসা	৯	৮.৮২			
ঋণের ভার	৪	৩.৯২	১০-এর বেশি	৩	২.৯৪
স্বামীর মৃত্যু	৩	২.৯৪			
অভাব	১১	১০.৭৮			
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

ঢাকা শহরের বাসাবাড়িতে কর্মরত পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকরা কেন ঢাকায় আসে তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০ জন অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৬৯ শতাংশ কাজের খোঁজে ঢাকায় আসে। উত্তরদাতাদের ৫ শতাংশ স্বামী ঢাকায় আসার কারণে, ৪ শতাংশ ঋণের কারণে, ৩ শতাংশ স্বামী মারা যাবার কারণে ঢাকায় আসে। এছাড়াও পরিবারের সবাই ঢাকায় আসার কারণে ৯ শতাংশ এবং অভাবের কারণে ১১ শতাংশ গ্রাম থেকে ঢাকায় আসে বলে তথ্য প্রদান করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কাজের খোঁজ করা, অভাবের তাড়না এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা ঢাকায় আসার কারণেই প্রায় ৯০ শতাংশ গৃহশ্রমিক ঢাকা শহরে এসেছে এবং বর্তমানে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা কত বছর ধরে ঢাকা শহরে আছে এই প্রশ্নের জবাবে মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫১ জন ১-৫ বছর ধরে ঢাকা শহরে বসবাস করছে বলে জানায়। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে প্রায় ৫০ শতাংশ গৃহশ্রমিক এক থেকে পাঁচ বছর ধরে ঢাকা শহরে বাস করছে। অপরদিকে উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বনিম্ন মাত্র ৩ জন ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকায় আছে। এছাড়াও, এক বছরের কম সময় ধরে ২৫ শতাংশ এবং ৬-১০ বছর ধরে ২৩ শতাংশ ঢাকা শহরে থেকে গৃহশ্রমিক হিসেবে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত ১০ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকা শহরে আগত গৃহশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৯৭ শতাংশ (সারণি ১)।

সারণি ২ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের ঢাকায় আসার মাধ্যম**

ঢাকায় আসার মাধ্যম	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	ঢাকা আসার পূর্বে কাজ ঠিক করা ছিল কি না	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
পরিবারের সাথে	৪২	৪১.১৮	হ্যাঁ	৪৯	৪৮.০৪
আত্মীয়ের সাথে	৩৫	৩৪.৩১	না	৫৩	৫১.৯৬
পরিচিত জনের সাথে	২৫	২৪.৫০			
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

গৃহকর্তার বাসায় পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা কার সাথে, কীভাবে ঢাকায় এসেছে এ প্রশ্নের উত্তরে মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২ জন অর্থাৎ ৪১ শতাংশ পরিবারের সাথে, ৩৫ জন অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ আত্মীয়ের সাথে এবং সর্বনিম্ন ২৫ জন অর্থাৎ ২৪ শতাংশ পরিচিত জনের সাথে ঢাকা শহরে এসেছে বলে জানায়। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯ জন অর্থাৎ ৪৮ শতাংশের ঢাকায় আসার আগেই কাজ ঠিক করা ছিল। তবে অপর ৫৩ জন অর্থাৎ ৫২ শতাংশ কোনো ধরনের কাজের নিশ্চয়তা ছাড়াই ঢাকায় আসে। তারপর তারা কাজ খুঁজে নিয়েছে (সারণি ২)।

সারণি ৩ : **ঢাকা শহরের পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের বয়স কাঠামো ও বৈবাহিক অবস্থা-সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস**

বয়স কাঠামো (বছর)	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	বৈবাহিক অবস্থা	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
২০ এর কম	৭৫	**৭৩.৫৩**	অবিবাহিত	৭২	৭০.৫৯
২১-৩০	২০	১৯.৬১	বিবাহিত	১২	১১.৭৯
৩০ এর বেশি	৭	৬.৮৬	বিচ্ছিন্ন (মাঝে মাঝে আসে)	৪	৩.৯২
			স্বামী পরিত্যক্ত	১১	১০.৭৮
			বিধবা	৩	২.৯৪
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

ঢাকা শহরে পূর্ণকালীন কাজ করছে এরকম গৃহশ্রমিকের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু কোন বয়সের গৃহশ্রমিকরা বাসাবাড়িতে থেকে গৃহশ্রমিকের কাজ করছে তা জানতে গিয়ে দেখা গেছে, মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫ জনের বয়স ২০ বছরের কম। অর্থাৎ শকতরা হিসেবে প্রায় ৭৪ শতাংশ গৃহশ্রমিকের বয়স ২০ বছরের নিচে। ২০ জন অর্থাৎ ২০ শতাংশের বয়স ২১-৩০ বছরের

মধ্যে এবং ৭ জন অর্থাৎ ৭ শতাংশের বয়স ৩০ বছরের উপরে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। পূর্ণকালীন কর্মরত এ সমস্ত গৃহশ্রমিকের বৈবাহিক অবস্থা-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭২ জনই অবিবাহিত। অর্থাৎ শকতরা হিসেবে ৭১ শতাংশ গৃহশ্রমিক অবিবাহিত বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অপরদিকে ৩ জন বিধবা এবং ৪ জন বিচ্ছিন্ন (স্বামী মাঝে মাঝে আসে) উত্তরদাতা তথ্য প্রদান করেছে। অর্থাৎ ঢাকা শহরে বাসাবাড়িতে স্থায়ীভাবে কর্মরত গৃহশ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৩ শতাংশ বিধবা এবং ৪ শতাংশ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন (স্বামী মাঝে মাঝে আসে/খোঁজখবর নেয়)। এছাড়াও উত্তরদাতাদের মধ্যে ১২ জন অর্থাৎ শতকরা ১২ শতাংশ বিবাহিত, স্বামী পরিত্যক্ত উত্তরদাতা ১১ জন, শতকরা হিসেবে যা ১১ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৭১ শতাংশ গৃহশ্রমিক অবিবাহিত (সারণি ৩)।

ঢাকা শহরে বিভিন্ন বাসায় পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকদের স্বামীর একাধিক বিয়েসংক্রান্ত তথ্য জানতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বিবাহিত ৯ জনের মধ্যে ১ জন বিধবা। বাকি ৮ জনের ৫ জন অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ গৃহশ্রমিকের স্বামীর একাধিক স্ত্রী রয়েছে এবং ৩ জন অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ গৃহশ্রমিকের স্বামীর আর কোনো স্ত্রী নেই। আবার এ সমস্ত গৃহশ্রমিকের বিবাহসংক্রান্ত তথ্য জানতে গিয়ে দেখা গেছে মোট ৮ জনের মধ্যে ৭ জনের একবারই বিয়ে হয়েছে এবং একজনের একাধিকবার। অর্থাৎ শতকরা ৮৭ ভাগের একবার বিয়ে হয়, তবে অবশিষ্ট ১৩ শতাংশের একাধিক বিয়ের তথ্য পাওয়া গেছে (মাঠ জরিপ, ২০১১)।

সারণি ৪ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের গ্রামীণ জীবনের পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা-সম্পর্কিত তথ্য**

গ্রামীণ জীবনের পেশা	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	শিক্ষাগত যোগ্যতা	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
ছিল না	৬৭	৬৫.৬৯	নিরক্ষর	২৫	২৪.৫১
গৃহস্থালিতে নিয়োজিত	১৮	১৭.৬৫	স্বাক্ষর করতে পারে	২৩	২২.৫৫
কৃষিশ্রমিক	১০	৯.৮০	প্রাথমিক	৩৬	৩৫.২৯
ধানভানার কাজে নিয়োজিত	৭	৬.৮৬	মাধ্যমিক	১৮	১৭.৬৫
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

'গ্রামে কোনো আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকেছেন কি না?'– এই প্রশ্নের জবাবে মোট ১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৭ জন অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ গৃহশ্রমিক গ্রামে কোনো ধরনের আয়মূলক কাজ করে নি বলে জানিয়েছে। ১৮ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ১৮ শতাংশ গৃহস্থালির কাজ করেছে, ১০ জন অর্থাৎ ১০ শতাংশ কৃষিশ্রমিকের কাজ এবং ৭ জন অর্থাৎ ৭ শতাংশ ধানভানার মাধ্যমে আয় করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ ৬৬ শতাংশ অভাব থাকা সত্ত্বেও গ্রামে কোনো ধরনের আয়মূলক কাজ করার সুযোগ পায় নি।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাসাবাড়িতে পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা 'কোন পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন?'– এই প্রশ্নের উত্তরে মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বনিম্ন ১৮ জন অর্থাৎ ১৮ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে বলে জানায়। আর সর্বোচ্চ ৩৬ জন অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৫ জন অর্থাৎ ২৪ শতাংশ নিরক্ষর এবং ২৩ জন অর্থাৎ ২৩ শতাংশ কেবল স্বাক্ষর করতে পারে বলে জানিয়েছে (সারণি ৪)।

সারণি ৫ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের পারিবারের মাসিক আয় ও গৃহকর্ম থেকে প্রাপ্ত মজুরিসংক্রান্ত তথ্য**

পারিবারের মাসিক আয় (টাকায়)	**গৃহশ্রমিকের সংখ্যা** (জন)	**শতকরা হার**	**গৃহকর্ম থেকে প্রাপ্ত মজুরি** (টাকায়)	**গৃহশ্রমিকের সংখ্যা** (জন)	**শতকরা হার**
১০০০-এর কম	৭	৬.৮৬	০-৫০০	২৮	২৭.৪৫
১০০০-৫০০০	৬৪	৬২.৭৪	৫০০-১০০০	৪৯	৪৮.০৪
৫০০০-১০০০০	২০	১৯.৬১	১০০০-১৫০০	২৩	২২.৫৫
১০০০০-এর বেশি	১১	৯.০৯	১৫০০-এর বেশি	২	১.৯৬
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

ঢাকা শহরের বাসাবাড়িতে স্থায়ীভাবে কর্মরত গৃহশ্রমিকদের 'পরিবারের মাসিক আয় কত?'– এ সংক্রান্ত তথ্য জানতে গিয়ে দেখা গেছে, মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৪ জনের অর্থাৎ ৬৩ শতাংশের পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ১ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে। ৭ জন অর্থাৎ ৭ শতাংশের ১,০০০ টাকার কম এবং আরো ১১ জন অর্থাৎ ৯ শতাংশের ১০,০০০ টাকার বেশি। এছাড়া ২০ জন অর্থাৎ ২০ শতাংশের পারিবারিক আয় ৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

বাসাবাড়িতে পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা মজুরি কীভাবে পায় তা জানতে গিয়ে দেখা যায়, সর্বমোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৮ জন অর্থাৎ ৯৬ শতাংশ তাদের মজুরি পায় টাকায়। আর মালিক বা গৃহকর্তা মাঝে মাঝে গৃহশ্রমিকের অভিভাবককে টাকা দেন বলে জানিয়েছে ৪ জন অর্থাৎ ৪ শতাংশ। তবে কেবল পেটেভাতে ও জামাকাপড়ের বিনিময়ে কাজ করে এমন কোনো উত্তরদাতা পাওয়া যায় নি। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯ জন অর্থাৎ ৪৮ শতাংশ ৫০০-১,০০০ টাকার মধ্যে মজুরি পায়, আর সর্বনিম্ন ২ জন অর্থাৎ ২ শতাংশ ১৫০০/- টাকার বেশি মজুরি পায় বলে জানিয়েছে। এছাড়াও ২৮ জন অর্থাৎ ২৭ শতাংশ মাত্র ৫০০/- টাকা এবং ২৩ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ২৩ শতাংশ গৃহশ্রমিক ১০০০-১৫০০/- টাকার মধ্যে মজুরি পেয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী অনুমান করা যায়, ঢাকা শহরের বাসাবাড়িতে স্থায়ীভাবে থেকে পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দিচ্ছে তা দিয়ে তাদের সংসার পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য (সারণি ৫)।

সারণি ৬ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের মজুরি পাওয়ার পদ্ধতি**

মজুরির পাওয়ার পদ্ধতি	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	বার্ষিক ভিত্তিতে মজুরি বাড়ে কি না	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
মাসিক	৪৯	৪৮.০৮	হ্যাঁ	২৯	২৮.৪৩
কয়েক মাস অন্তর	৪৮	৪৭.১৪	না	৪০	৩৯.২১
নিয়মিত মজুরি পায় না	৫	৪.৯০	এখনো এক বছর পূর্ণ হয় নি	৩৩	৩২.৩৫
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক প্রতিমাসে এবং বাকি অর্ধেক কয়েক মাস অন্তর মজুরি পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২ জন অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ বলেছে, প্রতিবছর তাদের বেতন বাড়ে আর ৮ জন অর্থাৎ ২৪ শতাংশ বলেছে, বছরে তাদের বেতন বাড়ে না। বাকি ১৩ জন অর্থাৎ ৪০ শতাংশের কাজ শুরুর সময় থেকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় পর্যন্ত এক বছর পূর্ণ হয় নি বলে জানিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ৩৬ শতাংশ গৃহশ্রমিকের প্রতি বছর মজুরি বাড়লেও শতকরা ২৩ শতাংশ অর্থাৎ একটা বড়ো অংশের বার্ষিক ভিত্তিতে মজুরি বৃদ্ধি পায় না (সারণি ৬)।

সারণি ৭ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের কাজ পাওয়ার মাধ্যম**

কাজ পাওয়ার মাধ্যম	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	কাজটি পেতে কোনো টাকা দিতে হয়েছে কি না	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
পরিচিত জনের মাধ্যমে	৫৬	৫৪.৯০	হ্যাঁ	৪	৩.৯২
মালিকের সাথে পূর্ব-পরিচয় থাকার মাধ্যমে	৪৩	৪২.১৬	না	৯৮	৯৬.০৮
দালালের মাধ্যমে	৩	২.৯৪			
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকদের ১০২ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬ জন অর্থাৎ ৫৫ শতাংশ পরিচিত জনের মাধ্যমে কাজ জোগাড় করে নিয়েছে। এছাড়াও ৪৩ জন অর্থাৎ ৪২ শতাংশ মালিকের সাথে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে এবং মাত্র ৩ জন অর্থাৎ ৩ শতাংশ দালালের মাধ্যমে এ কাজ পেয়েছে বলে জানিয়েছে। ফলে পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গৃহশ্রমিকদের সর্বোচ্চ শতকরা ৫৫ ভাগ পরিচিত জনের মাধ্যমেই কাজ পেয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো গৃহশ্রমিকের কাজের জন্য বিভিন্ন এজেন্সির কথা শোনা গেলেও এই গবেষণার ১০২ জনের কারোরই এজেন্সির সহযোগিতা প্রয়োজন হয় নি। আবার

গৃহশ্রমিকের কাজ পাওয়ার জন্য কাজের জোগানদাতাকে টাকা দিতে হয় শোনা গেলেও মোট ১০২ জনের মধ্যে ৯৮ জন অর্থাৎ প্রায় ৯৭ শতাংশের কাজ পেতে কাউকে কোনো টাকা দিতে হয় নি। তবে মাত্র ৪ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ৪ শতাংশ বলেছে, তাকে কাজ পেতে টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ৭)।

সারণি ৮ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকের কাজের স্থায়িত্ব ও কত বাসায় কাজ করে তার বিন্যাস**

কাজের স্থায়িত্বকাল (বছর)	**গৃহশ্রমিকের সংখ্যা** (জন)	**শতকরা হার**	**কাজের ধরন**	**গৃহশ্রমিকের সংখ্যা** (জন)	**শতকরা হার** (১০০% এর মধ্যে)
১ বছরের কম	২২	২১.৫৭	রান্নাবান্না	৫৪	৫২.৯৪
১-৫	৫৯	৫৭.৮৪	কাপড় ধোয়া	৭৩	৭১.৫৭
৫-১০	১৪	১৩.৭২	ঘর মোছা	৭৭	৭৫.৪৯
১০ বছরের বেশি	৭	৬.৮৬	বাজার করা	১৭	১৬.৬৭
			বাচ্চা লালন-পালন	৪৭	৪৬.০৮
			বাচ্চাকে স্কুলে আনা-নেওয়া	২২	২১.৫৭
			হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া	৮৭	৮৫.২৯
			বাথরুম পরিষ্কার করা	৭১	৬৯.৬১
			ঘর ঝাট দেওয়া	৯১	৮৯.২১
মোট	১০২	১০০			

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

বাসাবাড়িতে পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা কতদিন থেকে গৃহশ্রমিকের কাজ করছেন সে তথ্য জানতে চাইলে ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১-৫ বছর কাজ করছে বলে জানিয়েছে সর্বোচ্চ ৫৯ জন অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ, ১ বছরের নিচে কাজ করছে ২২ জন অর্থাৎ শতকরা ২১ শতাংশ, ৫-১০ বছর ধরে গৃহশ্রমিকের কাজ করছে ১৪ জন অর্থাৎ ১৪ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি সময় ১৫-২০ বছর ধরে কাজ করছে সর্বনিম্ন ৫ জন অর্থাৎ ৫ শতাংশ গৃহশ্রমিক।

ঢাকা শহরের বাসাবাড়িতে পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকদের 'কী কী কাজ করতে হয়?'– এই প্রশ্নের উত্তরে মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে অধিকাংশই একাধিক কাজ করে থাকে বলে জানিয়েছে। সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৮৭ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ৮৫ শতাংশ জানিয়েছে তারা হাঁড়িপাতিল ধোয়ার কাজ করে, সর্বনিম্ন ১৭ জন অর্থাৎ ১৭ শতাংশ জানিয়েছে বাজার করার কাজের কথা। এছাড়াও, ৭৭ জন

অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ ঘরমোছা, ৭৩ জন অর্থাৎ ৭২ শতাংশ কাপড় ধোয়া, ৭১ জন অর্থাৎ ৭০ শতাংশ বাথরুম পরিষ্কার করা, ৪৭ জন অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ বাচ্চা লালন-পালন করা এবং ২২ জন অর্থাৎ ২২ শতাংশ বাচ্চাকে স্কুলে আনা-নেওয়ার কাজ করে বলে জানিয়েছে। দেখা গেছে, একজন গৃহশ্রমিককে একাধিক রকমের কাজ করতে হয়।

সারণি ৯ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের প্রতিদিন কাজ শুরু ও সমাপ্তির সময়**

কাজ শুরু করার সময়	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	কাজ শেষ করার সময়	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
সকাল ৬টার পূর্বে	৩৩	৩২.৩৫	রাত ৯টায়	১১	১০.৭৮
সকাল ৭টায়	৫১	৫০.০১	রাত ১০টায়	৩৪	৩৩.৩৩
সকাল ৭টার পর	১৮	১৭.৬৫	রাত ১১টায়	৩৮	৩৭.২৫
			রাত ১২টার পর	১৯	১৮.৬৩
মোট	১০২	১০০	মোট	১০২	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

ঢাকা শহরের বাসাবাড়িতে স্থায়ীভাবে থেকে পূর্ণকালীন কর্মরত গৃহশ্রমিকরা সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে এবং কখন ঘুমাতে যায় তা নির্দিষ্ট করে বলা খুবই কঠিন কাজ। তবে তাদের কাছে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তখন মোট ১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫১ জন অর্থাৎ ৫০ শতাংশ সকাল ৭টায় কাজ শুরু করে বলে জানিয়েছে, ১৮ জন অর্থাৎ ১৮ শতাংশ সকাল ৭টার পরে এবং ৩৩ জন অর্থাৎ ৩২ শতাংশ সকাল ৬টার আগে কাজ শুরু করে বলে তথ্য প্রদান করেছে। আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ১০২ জনের মধ্যে ৩৪ জন অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ রাত ১০টায়, ১১ জন অর্থাৎ ১১ শতাংশ রাত ৯ টায়, ৩৮ জন অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ রাত ১১টায় এবং বাকি ১৯ জন অর্থাৎ ১৯ শতাংশ রাত ১২টার পরে কাজ শেষ করে ঘুমাতে যায় বলে জানিয়েছে।

পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা

ঢাকা শহরের পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। মূলত এ সমস্যা আমাদের রাষ্ট্রের পুঁজিবাদি চরিত্র ও পুরুষতান্ত্রিক মনমানসিকতার ফসল। পুঁজিবাদের মূল চরিত্র হচ্ছে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করা। এর (পুঁজিবাদের) অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধনীকে আরো ধনী করা এবং গরিব মেহনতি মানুষকে আরো গরিব করা অর্থাৎ সর্বস্বান্ত করা। পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা সারণি ১০-এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ১০ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যার বিন্যাস**

কর্মক্ষেত্রে সমস্যার বিন্যাস	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
কাজে লিখিত চুক্তি নেই	১০২	১০০
মৌখিক চুক্তি নেই	৭৬	৭৪.৫১
মাসিক ছুটি নেই	৯৭	৯৫.১০
বাৎসরিক ছুটি নেই	৫৩	৫১.৯৬
অসুস্থতাজনিত ছুটি পায় না	৩৭	৩৬.২৭
মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১৬	১০০
উৎসবজনিত ছুটি নেই	৩২	৩১.৩৭
ধর্মীয় উৎসবে বোনাস পায় না	৬২	৬০.৭৮
ধর্মীয় উৎসবে বাড়িতে যেতে পারে না	৯০	৮৮.২৪
ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা নেই	৩৭	৩৬.২৭
ধর্মীয় উৎসবে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় না	১১	১০.৭৮
দৈনিক গড়ে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়	৬৯	৬৭.৬৫
গৃহকর্তা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা খারাপ আচরণ করে	২৪	২৩.৫২
গৃহকর্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক নেই	৮	৭.৮৪
গৃহকর্ত্রী সব সময় বকা-ঝকা করে	৩৭	৩৬.২৭
অসাবধানতাবশত কিছু ভাঙলে বা নষ্ট হলে ক্ষতি পূরণ দিতে হয়	১০	৯.৮০
শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে	২৯	২৮.৪৩
বেতনের টাকা নিজের কাছে রাখতে পারে না	৬৫	৬৩.৭৩
পরিবারের সবার সাথে এক সাথে খেতে পারে না	৬৯	৬৭.৬৪
পরিবারের সদস্যরা যা খায় তা খেতে দেয়া হয় না	১৫	১৪.৭১
দুপুরে খাবারের পর বিশ্রাম নিতে পারে না	৮	৭.৮৪
ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা নেই	৫০	৪৯.১০
অসুস্থ হলেও কাজ করতে হয়	৩০	২৯.৪১
অসুস্থ হলে মালিক চিকিৎসা করায় না	১৪	১৩.৭৩
বেশি অসুস্থ হলে গৃহকর্তা বিনাচিকিৎসায় বাড়ি পাঠিয়ে দেয়	১৭	১৬.৬৭
ঘুমানোর স্থান নিরাপদ নয়	৫৫	৫৩.৯২
কিছু হারালে দায়ী করে	১৩	১২.৭৫
চড়-থাপ্পড় দেয়	০২	১.৯৬
গালিগালাজ (অশালীন ও অমর্যাদাকর বাক্য ব্যবহার) করে	২৬	২৫.৪৯
নিয়মিত প্রতিমাসে মজুরি পায় না	৫১	৫০.০০

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে সম্ভাবনা

ঢাকা শহরের পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা থাকলেও কিছু ইতিবাচক দিক চিহ্নিত করা গেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ও সমাজ জীবনের কিছু সম্ভাবনাময় দিক সারণি ১১-তে উপস্থাপন করা হলো–

সারণি ১১ : **পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সম্ভাবনা**

কাজের সম্ভাবনা	গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
কাজে মৌখিক চুক্তি আছে	২৬	২৫.৪৯
মজুরির টাকা নিজে খরচ করতে পারে	৩৪	৩৩.৩৩
অসুস্থতাজনিত ছুটি পায়	৬৫	৬৩.৭৩
অসাবধানতাবশত কিছু ভাঙলে বা নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না	৯২	৯০.২০
কোনো ধরনের নির্যাতন করে না	৭৩	৭১.৫৭
ধর্মীয় উৎসব পালনে স্বাধীনতা আছে	৯৪	৯২.১৬
নিয়মিত মজুরি পায়	৫১	৫০.০০
দুপুরে খাবারের পর বিশ্রাম পায়	৯৪	৯২.১৬
আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে	৩৬	৩৫.২৯
পরিবারের সদস্যরা যা খায় তা খেতে দেয়	৯৬	৯৯.৯৩
ধর্মীয় উৎসবে বোনাস দেওয়া হয়	৪১	৪১.২০
ধর্মীয় উৎসবে নতুন পোশাক দেওয়া হয়	৮৬	৮৪.৩১
ধর্মীয় উৎসবে খাদ্যসামগ্রী কিনে দেওয়া হয়	২৩	২২.৫৫
পরিবারের সদস্যরা ভালো আচরণ করে	৫৬	৫৪.৯০
পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক ভালো	৬৫	৬৩.৭৩
অসুস্থ হলে মালিক চিকিৎসা করায় বা চিকিৎসা সহায়তা দেয়	৮৮	৮৬.২৭

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০১১

কেসস্টাডি ১ : আমার নিজের হাতে তৈরি খাবার কখনো টাটকা খেতে পারি নি

বরিশাল জেলার নলছিটির হাজেরা বেগমের বয়স ৫০ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু চেহারায়, স্বাস্থ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে তার চাইতে বেশি বয়স। এক সন্তানের জননী হাজেরা একজন বিধবা। গৃহশ্রমিক হয়ে ঢাকায় কাজ করছেন জীবনের প্রায় অর্ধেকটা সময়। দুঃখ-কষ্টের জীবনের ছবি তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে তীব্রভাবে। অথচ তার পেছনের সময়গুলো এমন ছিল না মোটেই। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। হঠাৎ ঘটল এক বিপর্যয়। এক বছরের পুত্রসন্তানকে রেখে তার স্বামী চলে গেলেন পরপারে। শোক সামলে ছেলেকে নিয়ে একাই জীবন পার করে দেবেন বলে মনস্থির করলেন তিনি।

স্বামীর রেখে যাওয়া কিছু জমি-জমা ছিল। তার দেবর আর ননদের স্বামীর নজর পড়ল সেই সম্পত্তির ওপর। তখন হাজেরা বেগমের অল্প বয়স। দুজনই জমির মালিক হওয়ার লোভে তাকে বিয়ে করতে চান। তাদের সঙ্গে একপ্রকার যুদ্ধ করে গ্রামে কাটিয়ে দিলেন আরো কয়েক বছর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। ছেলের এক কঠিন রোগের চিকিৎসাব্যয় বহন করতে গিয়ে সমস্ত জমি বন্ধক রাখতে হলো তাকে। অবশেষে ঢাকার পথ ধরলেন তিনি।

দীর্ঘ ২০ বছর ধরে গৃহশ্রমিক তিনি। অসংখ্য বাসায় কাজ করেছেন। এসময় কেমন ব্যবহার পেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেবল একটি পরিবার ছাড়া কেউই খুব বেশি ভালো আচরণ করে নি তার সঙ্গে। সর্বশেষ পরিবারে তার প্রতি আচরণ কেমন ছিল জানতে চাইলে তার মুখের অভিব্যক্তি বলে দেয় সে জবাবটা। সপ্তাহখানেক হলো তিনি সে বাসার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কেমন ছিলেন সেখানে তিনি, জানতে চাইলে তিনি বলতে শুরু করেন–

প্রতিদিন ভোরে আজানের সাথে সাথে উঠে নামাজ সেরেই কাজ শুরু করতাম। কাজ শেষ হতে হতে রাত ১টা কখনো কখনো রাত ২টাও বেজে যেত। সকালের জন্য নানা পদের নাস্তা তৈরি করে খাবার টেবিল ভরে রাখতাম। একইভাবে দুপুর ও রাতের জন্য নানা পদের রান্না করতে হতো প্রতিদিন। কিন্তু খেতে গেলে আমার কপালে জুটত আগের দিনের বাসি খাবার। খাবারের পরিমাণও কম হতো, যা দিয়ে ক্ষুধা মিটত না। গৃহকর্ত্রীর তুলনায় গৃহকর্তা এবং তার মেয়ে ছিল তুলনামূলকভাবে সদয়। এখানে গোটা রান্নাঘরের দায়িত্বই ছিল আমার ওপর। মাঝে মাঝে ছুটা গৃহশ্রমিক না এলে কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, বাজার করা এবং বাথরুম পরিষ্কারের কাজও করতাম। এসব কাজ করার জন্য কোনো ধরনের চুক্তি ছিল না। গৃহিণীর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হতে না পারলে শুনতে হতো গালমন্দ।

বয়স হওয়ার সাথে সাথে এখন শরীরে দেখা দিয়েছে নানারকম অসুখ। প্রতি মাসে ১০০-১৫০ টাকার ঔষধ লাগে। এই খরচটা নিজেকেই যোগাতে হতো। মাঝে মাঝে গৃহকর্তার ইচ্ছে হলে ঔষধ কিনে দিতেন। অসুখ হলেও কাজে ছুটি ছিল না।

প্রতি মাসে বেতন পেয়ে ছেলের হাতে টাকা তুলে দিতাম। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখতাম না। ছেলের ঘরে ৩ ছেলে-মেয়ে। কিন্তু ছেলে কিংবা ছেলের বউ কেউই খুব বেশি কর্মঠ না। কোনো কাজই বেশিদিন চালিয়ে যেতে চায় না। আমার টাকার আশায় তারা বসে থাকত। কিন্তু আমার বেতন মাত্র ১২০০ টাকা। সেটা দিয়ে কি আর সংসার চলে? এদিকে বেতনের বাইরে আমার কোনো সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। পরার জন্য একটা যাকাতের শাড়ি আর একটা সাবান তারা দয়া করে আমাকে দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্পর্কও ভালো ছিল না। সবাই বুয়া বলে ডাকতেন এবং দেখতেন কাজের লোকের দৃষ্টিতে। এতকিছু সহ্য করেও আমি সেখানে থাকতাম যদি আমাকে অন্তত তিন বেলা পেট ভরে খেতে দিতেন। আমার নিজের হাতের তৈরি খাবারগুলো কখনো টাটকা খেতে পেতাম না। বাসিটা জুটত সবসময়।

জানালেন, আর বান্ধা থেকে কাজ করবেন না। ঠিকা কাজ করা শুরু করবেন খুব শীঘ্রই। টাকা জমিয়ে সেই বন্ধকি জমি ছাড়াবেন এবং গ্রামে ফিরে যাবেন। ওখানে গিয়ে বাড়িঘর মেরামত

করাবেন, জমি আবাদ করাবেন। এভাবেই হয়ত কেটে যাবে বাকিটা জীবন।

কেসস্টাডি ২ : দাদির (গৃহকর্তার মায়ের) রুমের মেঝেতে ঘুমায় রিনা

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের মেয়ে রিনা। খালার হাত ধরে ঢাকায় এসেছে ২ বছর ৫ মাস আগে। এর আগে কিছুদিন গার্মেন্টসে কাজ করেছেন। প্রাইমারি পর্যন্ত পড়াশোনা করা রিনার বয়স এখন ১৯ বছর। তাদের পরিবারের মাসিক আয় আনুমানিক ১৩ হাজার টাকা। বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই আয়-রোজগারের সাথে জড়িত। কাজ করার জন্য মূলত রিনার ঢাকায় আসা।

এ পর্যন্ত রিনা গৃহশ্রমিক হিসেবে ঢাকায় দুটি বাসায় কাজ করেছেন। প্রথম বাসায় তার মূল কাজ ছিল একজন শয্যাশায়ী বৃদ্ধার দেখাশোনা করা। তার মল-মূত্র পরিষ্কার করা। এই কাজ করতে গিয়ে তাকে বারবার গোসল করতে হতো। কারণ তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন। এই ঝামেলার কারণে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। তারপর মিরপুরের এক বাসায় কাজ নেন। নতুন বাসায় কোনো ধরনের চুক্তি ছাড়া মাসে এক হাজার টাকা বেতনে কাজে যুক্ত হয়েছেন। আগের বাসাতেও কোনো ধরনের চুক্তি ছিল না। কয়েক মাস পর পর রিনার খালা এসে বেতনের টাকা নিয়ে যান। এক বছর পরে তার বেতন বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি জানান।

ফজরের নামাজ পড়ার জন্য তিনি খুব ভোরে ওঠেন। তারপর আর ঘুমান না। দিনের কাজ শুরু করে দেন। রান্নার জোগান, থালা-বাসন ধোয়া, ঘর মোছা, বাথরুম পরিষ্কার করা ইত্যাদি তার নিয়মিত কাজ। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে কিছুটা সময় বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ। বিকেলে সংসারের টুকিটাকি কাজ করেন মাঝে মাঝে। রাতে খাবার খেয়ে হাঁড়ি-পাতিল মেজে ঘুমাতে যান রাত ১২টায়। তবে আগে কাজ শেষ হলে আগেই ঘুমাতে যান তিনি। দুই ঈদের ছুটিতে রিনা গ্রামে বেড়াতে যান। এছাড়া অসুস্থ থাকলে ছুটিও পান। প্রয়োজন অনুযায়ী ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নিয়োগকারী। দাদির রুমের মেঝেতে ঘুমান রিনা। পরিবারের সবার সঙ্গে একসাথে খেতে বসেন। সবাই যা খান তিনিও তা-ই খান। গোসলের সময় ব্যবহারের জন্য সাবান, শ্যাম্পুর ব্যবস্থা আছে। টিভি দেখা, নিয়োগকারীর পরিবারের সাথে বেড়াতে যাওয়া এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে মোবাইলে নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারেন। তবে রিনার নিজের মোবাইল নেই। নিয়োগকারী সময় সময় নতুন পোশাক, বোনাস ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। সব মিলিয়ে নিয়োগকারীর পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। পরিবারের বড়রা নাম ধরে আর ছোটরা আপু বলে ডাকে। কেউ কোনো ধরনের নির্যাতন করে না।

রিনার কোনো সম্পদ নেই। তবে একটি জীবনবিমা করা আছে। মাসে মাসে ২২০ টাকা করে জমা দিতে হয় সেখানে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে তেমন কিছু নেই তার। আপাতত গৃহশ্রমিক হিসেবেই থাকতে চান তিনি।

কেসস্টাডি ৩ : অসুস্থ হলে চিকিৎসা ছাড়াই গৃহকর্তা বাড়ি পাঠিয়ে দেন

ফুলবানুর বাড়ি কুড়িগ্রামের উলিপুরে। মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর অভাবের কারণে

তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ধানভানার কাজ শুরু করে ফুলবানু। কখনো কখনো গৃহস্থালির কাজও করতে হয়েছে তাকে। মা সারাদিন মাটি কাটার কাজ করে কোনোমতে সংসারের হাল ধরে রেখেছেন। কিন্তু ফুলবানুর বাবা কোনো ধরনের কাজই করেন না। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই ফুলবানু দেখে আসছে তার বাবা একটা অকর্মা। মা এবং ফুলবানুরা দুই বোন সংসারের হাল ধরে আছে। এখন বড় বোনের বিয়ে হয়েছে।

ফুলবানু এখন ১৮ বছরের তরুণী। মাত্র এক মাস হলো ফুলবানুর বড় বোন কাজ করার জন্য তাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন। ঢাকার তালতলার একটি বাসায় সে এখন গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। বড় বোন পাশেই আগারগাঁয়ের বস্তিতে ভাড়া থাকেন। ফুলবানু আজ এখানে বেড়াতে এসেছে। সেখানেই কথা হয় তার সাথে। ফুলবানু জানায়, তার নিয়োগকর্তা বোনের পূর্ব পরিচিত ছিল বলে সে এখানে কাজ পেয়েছে। গৃহকর্তার সাথে কোনো ধরনের চুক্তি হয় নি তার। মাসিক ৯০০ টাকা বেতনে সে কাজ করে। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত তার হাড়ভাঙা খাটুনি। রান্নাবান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, বাথরুম পরিষ্কার করাসহ সংসারের যাবতীয় কাজ তাকেই করতে হয়। এজন্য সকাল সাড়ে ৬টায় সে ঘুম থেকে ওঠে এবং কাজ শেষ করে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত সাড়ে ১১টা বেজে যায়।

প্রতিমাসে বেতনের টাকা সে নিজেই গ্রহণ করে। সেখান থেকে মাকে কিছুটা দেয় আর বাকিটা নিজের কাছে রেখে দেয়। অসুখ হলে মালিক চিকিৎসা না করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। দুপুরের খাওয়ার পর তার বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই। তার ওপর আছে বাসি আর ফ্রিজের ঠান্ডা খাবার। পরিবারের সবাই যা খায় তা বেশির ভাগ সময় তাকে খেতে দেওয়া হয় না। গোসলে ব্যবহারের জন্য একটা সাবান ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না তাকে।

বিনোদনের কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। খুব জরুরি প্রয়োজনে কেবল পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। মালিকের পরিবারের কারো সাথে তাই সম্পর্ক ভালো না। পরিবারের ছোট-বড় সবাই নাম ধরে সম্বোধন করে ফুলবানুকে। একেবারে কাজের মানুষের দৃষ্টিতেই তাকে দেখে তারা। কোনো ধরনের ভুল হলে গৃহকর্ত্রী গালিগালাজ করেন। কটু কথা বলে মানসিক নির্যাতন করেন। ফুলবানুও তাই কাজের প্রতি আন্তরিক হতে পারে না। সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকে। বছরে শুধু একবার ছুটি পাবে সে। তখন সে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবে। মায়ের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে। গৃহশ্রমিক হিসেবেই আপাতত থাকতে চায় ফুলবানু। তার কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

সুপারিশমালা

গৃহশ্রমিকদের উন্নয়নে প্রথমেই প্রয়োজন তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, তাদের কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কাজের স্বীকৃতি প্রদান। অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হয়ে দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কাজের সন্ধানে শহরে এসে কোনো ধরনের কাজ না পেয়ে গৃহশ্রমকে কাজ হিসেবে বেছে নেয় এবং হয়ে যায় গৃহশ্রমিক। গৃহশ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে তারা প্রতিনিয়ত শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়। এমনকি তাদের পেশাকে সমাজের অনেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তারা আমাদের কাছ থেকে দয়া-দাক্ষিণ্য নিচ্ছে না, বরং শ্রমের

বিনিময়ে মজুরি নিচ্ছে। সুতরাং গৃহশ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। তাদের অধিকার সংরক্ষণে পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়ে কাজ করতে হবে।

পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়

১. গৃহশ্রমিকদের পরিবারের সদস্য মনে করতে হবে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করা হয় তাদের সাথেও সেভাবে আচরণ করতে হবে।
২. গৃহকর্ম মোটেও খারাপ কাজ নয়। গৃহশ্রমিক রাখাটাও দোষের নয়। সুতরাং গৃহশ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।
৩. গৃহশ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতন না করে বরং ভালো ব্যবহারসহ উন্নতমানের খাওয়া-পরা এবং নিরাপদ স্থানে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. গৃহশ্রমিকের গৃহকর্মে সহযোগিতার ফলে যে পরিবারের সদস্যদের কষ্ট লাঘব হয় বা সুবিধা হয় এটা তাদের জানাতে হবে। অর্থাৎ তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে তাদের প্রয়োজনীয়তা। এতে তারা কিছুটা হলেও মানসিক প্রশান্তি পাবে, তৃপ্ত হবে এবং প্রফুল্ল থাকবে।
৫. কোনো সমস্যা হলে মৌখিক, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন না করে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।
৬. নিয়মিত মজুরি পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি, উৎসবজনিত ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। উৎসব বোনাস, চিকিৎসা সহায়তা ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
৭. গৃহশ্রমিকের ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে হবে এবং এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
৮. গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যাতে গৃহশ্রমিকের নিরাপদ ও সুসম্পর্ক বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অযথা অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে করণীয়

১. গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা রোধ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বিকেন্দ্রিকরণ করতে হবে।
২. গৃহশ্রমের জন্য জাতীয় নীতিমালা ও ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের বিধান নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের হাতেই মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখতে হবে।
৩. গৃহশ্রমিকদের জন্য স্বল্প পরিসরে হলেও আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
৪. তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৫. বিনামূল্যে চিকিৎসাসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. নির্দিষ্ট এবং ন্যূনতম বেতন কাঠামো, ছুটি ইত্যাদিসহ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। তাদের নিবন্ধিত করে পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সারা বছর চাকুরি নিশ্চিত করতে হবে।
৭. গৃহশ্রমের জন্য একটি শ্রমনীতি প্রণয়ন করা কিংবা আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে নির্দেশিত বিধানসমূহ যেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
৮. ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।
৯. গৃহশ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১০. তাদের অধিকার সংরক্ষণে সংগঠন গড়ার সুযোগ দিতে হবে।
১১. গৃহশ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১২. গৃহশ্রমিকদের ওপর শারীরিক বা যৌন নির্যাতন বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. গৃহশ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।
১৪. গৃহশ্রমিকদের গুরুত্ব ও অবদান উল্লেখ করে প্রচার মাধ্যমে ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে।
১৫. শিশু গৃহশ্রমিকদের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

উপসংহার

অন্যান্য পেশার মতো গৃহশ্রমিকের দ্বারা হওয়া গৃহকর্মকেও একটি পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়। গৃহের অভ্যন্তরে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করা তার পেশা একথা এক বাক্যে বলা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের সমাজব্যবস্থা কি গৃহশ্রমিকের শ্রমকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি বা মর্যাদা দেয়? অন্যান্য পেশার সাথে এক বিশাল দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যবধান নিয়ে আমাদের দেশের গৃহশ্রমিকরা বৈষম্যের স্বীকার হয় এবং মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। সমাজ তাদের সাদরে গ্রহণ ও লালন করে না। অন্তত বর্তমান গবেষণায় সেটি স্পষ্ট হয়েই উঠে এসেছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই ব্যক্তি জীবনে গৃহশ্রমিকের পেশাকে জীবনধারণের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে। এটি কোনো অপরাধ নয়। কারো করুণা বা দয়াভিক্ষা নয়, তাদের শ্রমের পূর্ণ মর্যাদা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু সমাজ তা দিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। তাই রাষ্ট্রকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে, যাতে গৃহশ্রমিকরা তাদের কাজের পূর্ণ মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। তাদের প্রতি বঞ্চনা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ এবং প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের সকলকে উদার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে গৃহশ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে। সেজন্য প্রথম প্রদক্ষেপ হবে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন। দ্বিতীয় প্রদক্ষেপ হবে আইনের

যথার্থ প্রয়োগ। কেবল সরকার নয় পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, দাতাগোষ্ঠী, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং যেসব পরিবার গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র তাদের সকলকেই একযোগে অগ্রসর হতে হবে সদিচ্ছা নিয়ে। যাতে গৃহশ্রমিকরা সমাজে তাদের সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতি কর্মী। muhammadjasimuddin@yahoo.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. BBS, 2003. Bangladesh Population Census, 2001, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the people's Republic of Bangladesh.

২. Khoda, M.M. 2005. Changing water Bodies of the Dhaka Mertropolitan Area, Nazem, N.I. (Ed.) Journal of the Bangladesh National Geographical Association, Vol.33, Published By BNGA, Dhaka.

৩. Uddin & et.al 2012. The Problems & Prospects of Part-time House Workers in Dhaka City. Empowerment, Vol-19, Women for Women. In Press.

৪. উদ্দিন, মুহাম্মদ জসীম, দে, অমিত রঞ্জন ও হোসেন জাকির, ২০১১। গৃহশ্রমিকের অধিকার ও মানবাধিকার : প্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর, নারী ও প্রগতি, যান্মাসিক জার্নাল, বর্ষ ৭। ১৩-১৪ যুগ্মসংখ্যা। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১১, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৫. উদ্দীন, মুহাম্মদ জসীম ও অন্যান্য, ২০১২। গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা : প্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ১৪ ২০১২, ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন। প্রকাশিতব্য।

৬. খান, আসলাম, ২০১০। বিশ্বায়ন : অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাত, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), *অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

৭. দে, অমিত রঞ্জন ও অন্যান্য, ২০১১। ঢাকা শহরের গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা, ঢাকা : নাগরিক উদ্যোগ, অপ্রকাশিত।

৮. বিশ্বাস, বুদ্ধদেব, ২০১০। গৃহশ্রমিক নিয়োগ : সামাজিক সুরক্ষা ও নীতিমালা, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), *অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

৯. রায়, প্রদীপ কুমার, ২০১০। বিশ্বায়ন ও অপ্রাতিষ্ঠানিকব খাত : সমস্যা ও সম্ভাবনা, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), *অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

১০. শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬।

১১. সরকার, চিররঞ্জন, ২০১০। বৈষম্য, বঞ্চনা ও বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিক, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), *অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

১২. সায়কা, উম্মে, ২০০৯। ঢাকা শহরের জলাশয়সমূহের পানির গুণাগুণ এবং এর পরিবেশের প্রভাব, ভূগোল পত্রিকা, সংখ্যা : ২৮, ২০০৯। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।

১৩. সুমী, শাহনাজ এবং রেখা, দিলারা, ২০১০। গৃহশ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), *অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

১৪. হোসাইন, আবুল, ২০০৭। গার্হস্থ্য শ্রমিক : অস্বীকৃত শ্রমশক্তি, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।